দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ 25 SEP 2016
পৃষ্ঠা 8 কলাম 5

■ সরকারি কলেজে চলছে জোড়াতালির পাঠদান

শিক্ষক সংকট দূর করতে হবে

উচ্চশিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি এবং অর্থ ব্যয়ের প্রতিযোগিতায় ছিটকে পড়া শিক্ষার্থীদের ঠাঁই মেলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কলেজগুলোয়। এসব কলেজে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কোর্সের প্রয়োজনীয় অবকাঠামো এবং শিক্ষক সংকট রয়েছে, যা মানসম্মত উচ্চশিক্ষার অন্তরায়।

গতকাল আমাদের সময়ে প্রকাশ– মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) তথ্যানুযায়ী সারা দেশে ৪টি আলিয়া মাদ্রাসাসহ ৩১২টি সরকারি কলেজ ও ১৪টি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ (নতুন জাতীয়করণ ছাড়া) রয়েছে। এসব কলেজে ১৫ হাজার ৬৩৮টি পদ রয়েছে। এর মধ্যে অধ্যক্ষ ১১৩টি, অধ্যাপক ২২৯টি, সহযোগী অধ্যাপক ১১৯টি, সহকারী অধ্যাপক ৩৩৯টি ও প্রভাষকের ২ হাজার ২২২টি পদ শূন্য। অর্থাৎ ২০ শতাংশ পদই শূন্য। নিয়মিত পদোন্নতি না হওয়া, নতুন পদ সৃষ্টি ও নিয়োগ না হওয়ায় এ সমস্যা তীব্র হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে অনার্স-মাস্টার্সে নতুন অনেক বিষয় চালু করা হচ্ছে, কিন্তু সেসব বিষয়ে পদ সৃষ্টি করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে ধার করা বা অন্য বিষয়ের শিক্ষক দিয়ে কোনোমতে ক্লাস পরিচালনা করা হচ্ছে। এতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে শিক্ষার্থীরা।

দেশের উচ্চশিক্ষাব্যবস্থা কার্যকরভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক প্রয়োজন। কিন্তু সরকারি কলেজগুলোয় শিক্ষক সংকট দূর করার কোনো পরিকল্পনা এখন পর্যন্ত দৃশ্যমান নয়। যে বিপুলসংখ্যক শিক্ষক এখন সরকারি কলেজগুলোয় প্রয়োজন, তা পূরণ করতে হলে প্রতিবছর অধিকসংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে। প্রতিবছর বিসিএসের মাধ্যমে যে সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়, প্রায় একই সংখ্যক শিক্ষক প্রতিবছর অবসরে যান। ফলে শিক্ষক সংকট কোনোভাবেই দূর করা সম্ভব হচ্ছে না। এই সংকট দূর করতে হলে প্রয়োজনীয়সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা নিতে হবে। শূন্যপদ পূরণের জন্য প্রয়োজনে শিক্ষা ক্যাডারে বিশেষ বিসিএসের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। অন্যদিকে ওপরের পদে শিক্ষকদের পদোন্নতি দিতে হবে। শিক্ষার স্বার্থে দূর করতে হবে শিক্ষক সংকট।